প্রকাশক :
বিমানকুমার আচার্য
৮, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রীট্
কলিকাতা-৪

শ্রাবণ ১৩৪৭

মুদ্রক :
নিখিলেশ সেনগুপ্ত
গ্রন্থ পরিক্রমা প্রেস
৩০/১বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

কবিচর্যা

কবিপ্রতিষ্ঠা নেই অথচ ভালো কবিতা লেখেন এমন মানুষের সাক্ষাৎ কচিৎ-কখনো ঘটে। যশের জন্য নয়, অর্থের জন্যও নয়; কাব্যরচনা তাঁদের চারুশীলনের অপরিহার্য অঙ্গ। মহাকালের সোনার-তরীতে হয়ত তাঁদের স্থান হবে না, কিন্তু সহৃদয় সামাজিকের কাছে তাঁদের সমাদর চিরদিনের।

বিজনকুমার আচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি এই প্রচারকুণ্ঠ অপ্রগল্‌ভ মানুষটিকে ভালোবেসেছি। বুঝেছি কবিতা তাঁর অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশেরই বাহন। তিনি বলছেন, পরিহাস-রসিক বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে:

মানের বই-এ হাত পাকালে ফলত' কিছু ফল,
রূপোর সাথে রূপালী চাঁদ, সংসারেতে বল।
সেই দিকেতে নেইকো খেয়াল,
বইছ শুধু ভূতের জোয়াল,
বললে কথা কান পাত না পাবেই শেষে ফল,
সাধ হয়েছে দেখ্‌তে তলা—দেখ না হয় তল।

কবিতাটি আছে ছোটদের জন্য লেখা বিজনকুমারের 'চটর পটর' কাব্যগ্রন্থে। আত্মপরিহাসের ভঙ্গিতে লেখা হলেও ওটি কবির আত্মকথা। ভূতের বেগার নয়, ভূতের জোয়াল হয়েই কবিতা তাঁর কাঁধে চেপেছে। তিনি বলেছেন,

সন্ধ্যা ঘনায় যখন মেঘে
বাইরে দেয়া উঠছে ডেকে
আব্‌ছায়াতে ঘরের কোণে চলছে কানাকানি
ঘরের মন বাইরে ডাকে কার সে হাতছানি?

এই রহস্যময় হাতছানি কবির ঘরের মনকে বারবার বাইরে ডাক দিয়েছে আর তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে মঞ্জুভাষী কয়েকগুচ্ছ কবিতায়।

বিজনকুমার মুখ্যত প্রেমের কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গুঞ্জন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৯ সালের বৈশাখে। ঘরোয়া দাম্পত্যপ্রণয়ের চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-কথা ওতে গুঞ্জরিত হয়েছে। তাঁর আসন্নপ্রকাশ নতুন কাব্যগ্রন্থের নাম 'ধুতুরা ও যুঁই'। নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কবি বলছেন,

প্রকৃতির শান্ত রূপ, ক্ষুব্ধ জনগণ,
লুব্ধ দু'য়ে মন।
একের গরল পানে বিষের যে জ্বালা
অপরের প্রশান্তিতে শান্তিবারি ঢালা,
বিপরীত দুই ;
ধুতুরা ও যুঁই
এসেছিল জীবনের প্রদীপ্ত বাসরে,
তারি গান গাই তাই তাদেরি আসরে।

কিন্তু বিজনকুমারের কাব্যলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, ক্ষুব্ধ জনগণ নয়, প্রশান্ত প্রকৃতিও নয় ; বিচিত্রস্বাদী প্রেমই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। আর, বলাই বাহুল্য, শিল্পগোত্র মানুষের হৃদয়বাসনায় প্রেমের দুটি রূপ। স্বকীয়া আর পরকীয়া। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার নায়ক অমিত রায়ের ভাষায়, 'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের-সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ।' এই দুই প্রেমের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে অমিত রায় বলছে, একটি যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আরেকটি যেন দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, প্রেমিকের মন তাতে সাঁতার দেবে।

সামাজিকের বিচার যাই হোক্, রসিক মানুষ বলবে, প্রেমের এই দুই রূপ যার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে প্রেমের জগতে সে ভাগ্যবান। কেননা সে-ই প্রেমকে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে। বিজনকুমারের 'গুঞ্জন' আর 'ধুতুরা ও যুঁই'—এই দুখানি কাব্যগ্রন্থ একসঙ্গে পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে, কবির সূক্ষ্ম ও সুকুমার প্রেমচেতনায় প্রেমের স্বকীয় ও পরকীয়—দুটি রূপই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যে-প্রেম প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে তার কথা তিনি বলেছেন 'গুঞ্জনে' ; আর যে-প্রেম ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থেকে অন্তরের মধ্যে দেয় সঙ্গ সেই প্রেমের

কথা বলা হয়েছে 'ধুতুরা ও যুঁই'-এ। যূথিকার প্রাকৃত রূপ জুঁই হলেই ভাষাতাত্ত্বিক খুশি হতেন ; কিন্তু প্রাকৃত জগতের হয়েও যা অপ্রাকৃতের আভাস এনে দেয় তাকে যুঁই বলতেও আমার আপত্তি নেই। সহৃদয় কাব্যরসিক আমাকে অবশ্যই ভুল বুঝবেন না, আমি অলৌকিক অর্থে অপ্রাকৃত কথাটা ব্যবহার করিনি। অপ্রাপণীয় বলেই এই প্রেম অপ্রাকৃত। কবি বলছেন,

চকিত চপলা মেঘে করে খেলা
ধরিবার সে তো নয়!
শুধু অকারণ ব্যথার দহন
অন্তরে করে ক্ষয়।
তবু তারি লাগি ফিরি পথে পথে,
ভুলিতে পারি না তারে কোন মতে,
স্বপনের ছায়া কবে এ মরতে
ধরেছে মানবী কায়া?
তবু করি ভুল হৃদয়ে আকুল
মৃগ-তৃষ্ণার মায়া॥

কবি যে-অনুভূতিকে বলছেন মৃগতৃষ্ণার মায়া, আসলে তা কিন্তু মায়া বা মতিভ্রম নয়, চির-অপ্রাপণীয়া হলেও সে এই মর্ত্যজীবনেরই দেহলিপ্রান্তের প্রতিবেশিনী। তার সঙ্গে নিত্য-উপচীয়মান পূর্বরাগ-অনুরাগের আদি পর্বটির কথা কবি নিজেই আমাদের শুনিয়েছেন :

সোনালী রোদের রঙ্ মেঘে গেছে লেগে,
নিশার স্বপন খানি স্মরণে জড়িত,
আলগোছে সেই রোদ মুখেতে পড়িত,
পরম আলস্য ভরে, হাতে তাই ঢেকে
পাশ ফিরে খুলে নিতে নভেলের পাতা ;—
সে ছবি হৃদয়ে মোর আজো আছে গাঁথা।

প্রতিবেশিনী এই সমবয়সিনীর যে মূর্তিটি কবিপ্রেমিকের কৈশোরের স্বপ্নসঙ্গিনী ছিল তার আগুনরাঙা শাড়ীখানি ছিল 'অঙ্গ ঘিরে অগ্নিশিখার মত।'

প্রৌঢ়মানসে স্মৃতির কৌটোয় সেই অগ্নিশিখার যে-সব ভাবানুষঙ্গ সঞ্চিত আছে তার একটিতে প্রতিদিনের প্রাকৃত জগতেই ধরা দিয়েছে স্বপ্নলোকের মায়া। সেদিনকার কিশোর-কিশোরী-লীলায় কিশোরীটি 'রান্নাঘরে খুন্তি হাতে নিয়ে/ব্যস্ত ছিল রন্ধনেতে রত।' তার পরের ইতিহাস কবিকণ্ঠেই শোনা যাক্ :

মেঘলা দিনের শুভ্র শরৎকাল
আকাশ ছিল নরম আলো' ঢাকা ;
তুলোর মত পেঁজা খণ্ড মেঘ
মেল্‌তে ছিল বকের মতো পাখা।
চড়াইগুলো কিচির-মিচির রবে
করছে খেলা করবীটির টবে ;
ভাবতে ছিলাম বৃষ্টি বুঝি হবে,—
হালকা পায়ে ত্রস্তে এলে কাছে
রেকাবীতে কয়টি ভাজা রাখা,
মেঘলা দিনের শুভ্র শরৎকাল
আকাশ ছিল নরম আলোয় ঢাকা॥

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এই উদ্ধৃতির মধ্যেই বিজনকুমারের কবিমানসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিকৃতির পরিচয়ও পাওয়া যাবে। রসিক পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন, বিজনকুমারের কবিভাষা রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের কবিতার ভাষাতেই পরিশীলিত। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'র নিমন্ত্রণ কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেবে। কিন্তু এই স্বীকরণ নিন্দার নয়, প্রশংসার। বিজনকুমার যে তাঁর নিভৃত কাব্য-সাধনায় রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর চারুশীলনের অভ্রান্ত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে।

কবি জানেন, এই ভালোবাসা কর্পূরের মতোই একদিন শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তার সৌরভে স্মরণের স্বর্ণমঞ্জুষা চিরদিনই আমোদিত থাকবে। অনাগত সেই ভবিতব্যের কথা চিন্তা করেই কবি বলছেন,

তখন পড়িবে মনে আজিকার এ সান্ধ্য বাসরে
নিন্দাভয় উপেক্ষিয়া জ্বেলেছ-যে প্রেমের প্রদীপ,
দেহের অতীত প্রেমে যে বাসর করেছ রচনা,
স্মৃতির ভাণ্ডারে রবে অম্লান সে জীবন-অধিপ॥

প্রেমের কবি স্মৃতির ভাণ্ডারে এই অম্লান প্রেমস্বপ্নকে বুকে নিয়েই মর্ত্য থেকে সানন্দে বিদায় নেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত :

দুঃখের দিনে স্মরণের সুখ বক্ষে ভরি'
মানুষের প্রেম প্রীতি নিয়ে যেন আমি গো মরি ॥

বিজনকুমারের এই সুকুমার প্রেমচেতনা কাব্যরসিক মাত্রকেই হ্লাদিত করবে।

শ্রীমতী মীরা দেবীর

করকমলে—

মিতা,—

বয়েস যবে গড়িয়ে তব আস্‌বে ক্রমে ধীরে
শূন্য-মধু; মৌমাছিরা সবাই যাবে ফিরে,
ভ্রমরকালো অলকদামে ফুটবে সাদা রেখা,
ঝাপ্‌সা চোখে রামায়ণের পড়বে যবে লেখা,
দেহের গতি শিথিল অতি, শান্তমতি মুখ,
ফুলের শোভা চাঁদের হাসি দেয় না যবে সুখ,
সুরের তারে জঙ্‌ ধরেছে, নীরব মনোবীণা,
বল্‌তে পার, সেদিন মোরে পড়বে মনে কিনা?
বিষাদ-মাখা সেই সে দিনের ব্যথায়-রাঙা ছবি
হৃদয় মম অস্তরাগে রাখ্‌বে এঁকে সবি;
তেমন দিনে খোলই যদি এই পুঁথিটির পাতা
দেখবে তুমি তোমার ছবি ছন্দে আছে গাঁথা।

সূচীপত্র

ধুতুরা ও যুঁই

ধুতুরা ও যুঁই

নীরবে তোমার পানে চেয়ে আছে কবি,—
স্বপ্নাতুর নীলাকাশে ছবি,
ভেসে যাও লঘুপক্ষ মেঘদল সম।
সুপ্তি মাঝে স্বপনেরা মম,
হাসায় কাঁদায়,
অতৃপ্ত কি বাসনার, গোলক-ধাঁধায়॥

জাগরিত স্মৃতি সেই, মায়া-মরীচিকা
স্বপন-ক্ষণিকা,
রূপ নিল দেহ ধরি লীলায় খেলায়
বিচিত্র ভঙ্গিমা-ভরা প্রকাশ মেলায়।
কত না হেলায়,
সে রূপমাধুরী আনে অনল-প্লাবন
ভরি' দেহ মন॥

প্রকৃতির শান্ত রূপ, ক্ষুব্ধ জনগণ,
লুব্ধ দু'য়ে মন।
একের গরল পানে বিষের যে জ্বালা
অপরের প্রশান্তিতে শান্তিবারি ঢালা,
বিপরীত দুই,
ধুতুরা ও যুঁই
এসেছিল জীবনের প্রদীপ্ত বাসরে,
তারি গান গাই তাই তাদেরি আসরে

[১]

তোমারে বেসেছি ভালো একান্তে আপন
তাইতো থাকিতে চাহি' অতি দূরে দূরে ,
কামনার বহ্নি জ্বালি নিশি জাগরণ
ভয় পাছে ঢেউ তুলে আসে ঘুরে ঘুরে ।
হাসি খেলা লীলা ছল গোপন কৌতুক
অজ্ঞাতে কি পুষ্প-শর তুলিল মদন ?
জানি নাকো মাঝ পথে প্রেমের যৌতুক
অলক্ষ্যে কে ভরি দিল মোর তনু মন !
এলো যদি অযাচিতে এ মধু স্বপন
অটুট্ হইয়া থাক্ নিদ্রা জাগরণে ,
জীবনের বোঝাপড়া হইবে যখন
শুধু এই কথাটুকু রেখ তুমি মনে,—
ভালবেসে দূর হ'তে নিল যে বিদায়
পরাজিত ভীরু মন ছিল নাকো তার,
প্রাত্যহিক, রস-হীন এই যে সংসার
মূল্যশেষে প্রেম যদি চকিতে হারায় !

পারি নাকো আমি তোমারে যে ছেড়ে দিতে
কত জনমের সঞ্চিত ভালোবাসা,
খঞ্জন চোখ চঞ্চল চাহনিতে
অন্তরে মোর তুলিছ মিলন আশা।
স্বপ্ন বাসনা জাগায়েছ কুতূহলী,
এখন বলিছ, 'ছাড়, ছাড় মোর, হাত',
আনমনা জনে প্রেমের খেলায় ছলি
চলে যেতে চাও?—হোক না গভীর রাত
ভাবিছ সকলে বলিবে তোমায় কি?
বলুক যা খুশী, আছে কি বা বলিবার,
ভালবাসি শুধু, তাতেও বলিবে ছি;
প্রেম তো মানে না শাসনের অধিকার!
কখন উথলি জোয়ারের মতো আসে
সীমা রেখা তার ঘুচে যায় নিঃশেষে,
উজলিয়া তাই হৃদয়ের আসে পাশে
সবুজ প্রাণের অঙ্গনে এসে মেশে।
স্থবির-প্রবীন, জরায়-জড়ানো দেহ
তাহারা কেবলি ফেলিতেছে নিঃশ্বাস,
হায়রে, ওদের বারণ করে না কেহ
স্বর্গ নরকে এতোই অবিশ্বাস!
আমরা যখন ওদেরি মতন হব,
প্রেমের নদীতে পড়িবে যখন ভাঁটা,
তখন না হয় কথাটি মানিয়া লব
নরকের পথে রাখিবারে দু'টি কাঁটা॥

রূপজ মোহের রক্ত-মদিরা
দেহের পাত্র ভরে',
উথলিয়া ছিল কামনার ফেনা
অন্ধ আছিনু, ওরে?
শতজন মাঝে পুলকি' উঠেছে
খুশীর বিজলী ঝলকি' ছুটেছে
আঁখির কোণেতে চমকি' ফুটেছে
আনন্দ শিহরণ,
দোলায়েছো মোর মন।
সেই শিহরণে দুলেছি নিত্য
ব্যথিত চিত্ত লয়ে;
অজানা তোমার ছিল কি সেদিন
যে ছিল পাগল হয়ে!
ফুটেছিল দেহে যৌবন ফুল
সৌরভে তার করেছে আকুল,
তুলিতে সে ফুল, ভেঙ্গে গেল ভুল;
স্বপনের প্রেম কলি,
জাগরণে গেল চলি'।
চকিত চপলা মেঘে করে খেলা
ধরিবার সে তো নয়!
শুধু অকারণ ব্যথার দহন
অন্তরে করে ক্ষয়।
তবু তারি লাগি ফিরি পথে পথে,
ভুলিতে পারি না তারে কোন মতে,
স্বপনের ছায়া কবে এ মরতে
ধরেছে মানবী কায়া?
তবু করি ভুল হৃদয়ে আকুল
মৃগ-তৃষ্ণার মায়া॥

চুম্বকের আকর্ষণ ও দু'টি নয়ানে
লজ্জার রক্তিম রাগ ললিত বয়ানে
মন্মথের পুষ্প ধনু তোমার অধরে
বিদ্যুতের অগ্নিস্পর্শ সারা দেহ 'পরে।
সুন্দর ভঙ্গির লীলা তনুর রেখায়
আকাঙ্খার তপ্ত রাঙা অনল-লেখায়,
কাম বন্যা উচ্ছ্বসিয়া মানস সাগরে
তরঙ্গে তরঙ্গে চিত্ত বিমোহিত করে।
ভাবিও না ভুলে যেন তাপসের মন
লভিয়াছি সাধনায় দেহেতে আপন,
হিতাহিত পরিণাম নিষেধের বাণী
রাখেনি তারাও মোরে এত দূরে রাণী।
তৃষিতের এই তৃষা, সোনালী স্বপন
শঙ্কা জাগে মিলাইবে ঘটিলে মিলন॥

এই ভালবাসা সখি মিলাইবে কর্পূরের মতো,
ও মন-মঞ্জুষা হ'তে দূরে গেলে আমি, তাহা জানি ;
উৎকণ্ঠিত প্রতিক্ষায় পথ-চাওয়া এ সান্ধ্য-আসর
বিস্মরণে মিশে যাবে সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ টানি।
তুমি তো জান না সখি ফোটে যেথা বসন্তের ফুল,
গন্ধে তার ছুটে আসে মধু-লুব্ধ ভ্রমরের দল,
গুঞ্জরিবে কানে কানে নিশিদিন প্রশংসার বাণী,
প্রণয়ের নিবেদনে করে দেবে অন্তর বিকল।
মধু শূন্য হ'লে তনু বিস্ময়ে দেখিবে শুধু চাহি'
প্রখর সহস্র করে শুষ্ক ফুল পড়ে গেছে ঝরে,
রূপ-রস-গন্ধহীন বৃন্তসার কুসুমের বুকে,
ভুলেও কি মধুমক্ষী কোনো দিন আসে তার পরে ?
তখন পড়িবে মনে আজিকার এ সান্ধ্য বাসরে
নিন্দাভয় উপেক্ষিয়া জ্বেলেছ-যে প্রেমের প্রদীপ,
দেহের অতীত প্রেমে যে বাসর করেছ রচনা,
স্মৃতির ভাণ্ডারে রবে অম্লান সে জীবন-অধিপ॥

কী যেন কি পেতে চাই তোমাতে গো ললনা,
সে কি ওই বাঁকা ভুরু, আঁখি ঠারে ছলনা?
আভাষে বা ইংগিতে যত কথা বল হে
অকারণ রোষ ভরে অবৈধ কলহে,
সুমধুর লাগিলে-ও মন যেন ভরে না
লভিতে সে স্বাদ দেখি সাধ আর করে না।
খেলা তব হলে শেষ, যাব কাছে কী আশে,
সে দিন ও আঁখি তব কবে কথা কী ভাষে?
পুলকিত করে আজি যেই রূপ সিন্ধু
কাল তার থাকিবে কি এতটুকু বিন্দু?

[৭]

আষাঢের মেঘ বুঝি এসেছে নেমে
ললাট উঠেছে তাই নীরবে ঘেমে ;
ছল ছল চোখ দুটি অশ্রু-ভরা
মনে হয় এই বুঝি ঝরিল ত্বরা !

অভিমানে নত আঁখি অধর কাঁপে,
কেন চাপা নিঃশ্বাসে হৃদয় ফাঁপে ?
কাছে এসো লক্ষ্মীটি আদরিণী গো
তোমার এ মনোভাব আমি চিনি তো !

কয়েছি যে কত কথা কঠিনতর
তবু বায়ু বহেনিত এমনি খর !
না হয় তোমার প্রেম বলেছি ছল
তাতেই শ্রাবণ ধারে নয়ন জল !

ওগো বল্লভ আঁখি পল্লব ভিজিল কেন ?
ভরা এই ডালি করিয়াছি খালি তবুও যেন,
সংশয় নাচে আঁখির তারায়
হৃদয় তোমার তৃপ্তি হারায়,
আনমনা মন খোঁজে কি রতন সুদূরে চাহি
এতো কাছে থাকো, তবু মনে হয় হেথায় নাহি।

মোর স্বপনের ছোট এ কোণের প্রাচীর ঘেরা
অঙ্গন মাঝে রচিয়া তুলেছি কুটীর সেরা,
সুখ-দুখ ভরা সেই গৃহ নীড়ে
চেয়েছিনু আমি প্রাণের সাথীরে
পেয়েছিনু যেন তারে ক্ষণতরে পূর্ণতম,
হায়, সে যে স্মৃতি দূর অতীতের স্বপ্ন সম।

হেরিত যে মন কি যেন স্বপন লভিয়া যাবে,
সেই নয়নের ভিজে ওঠা পাতা অশ্রু ভারে ;
অঝর ধারায় ঝরিতে যে চায়
নাহি জানি হায় কীসের ব্যথায়,
আছাড়ি পরান শুধু বারে বার গুমরি ওঠে
মোর হাসি গান ভরে না ও প্রাণ ধূলায় লোটে।

কী বলিছ তুমি ?—পার না বুঝিতে কীসের ব্যথা
এমনি করিয়া সহ কেন তবে এ নীরবতা ?
তোল মুখ তোল, করিও না ভুল
অধরার খোঁজে হয়ো না আকুল,
মরতে ফোটে না স্বরগের ফুল দূষিত হাওয়া
বিলাস নেশায় ভুলিও না হায় গেছে যা পাওয়া॥

[৯]

কখন খুশীর একটু ঝলক লেগে
তব দেহে এলো বসন্ত পরিমল ;
বুকের বাঁশীটি অধর পরশে জেগে
মেলিয়া দিল যে ঘুমন্ত শতদল।
রূপহীন তুমি কে বলে মরমী বঁধু !
বুক ভরা যার সোহাগের এত মধু,
কানায় কানায় উচ্ছল ঘট ভরা
করিতেছে ছল ছল,
নাহি বা রহিল বাহিরে তাহার
বিদ্যুৎ ঝলমল !

পাষাণ-মূরতি করে বিমুগ্ধ
তবু নাহি কাছে টানে ,
কল-কাকলিতে মানুষের প্রাণ
মানুষেরে কাছে আনে,
উৎসারিত যে গীতি ঝংকার
খোজে কে ফিরিয়া বীণাটির তার
সোনা কি লোহাতে গড়া !
ঐ দেহবীণা বাজায় যে সুর
সেই সুরে-সুরে আমি ভরপুর
প্রেমেতে পড়েছি ধরা ॥

স্বরূপে কুরূপে ভেদাভেদ শুধু
আনন্দ পরিমাণে,
স্বরূপে ফেলিয়া এ জগতে তাই
কুরূপের পূজা মানে,
হেন আছে কত শত শত লোক
হঠাৎ খুশীর ছড়ান পুলক
স্বপনের মতো ছুঁয়ে যায় প্রাণ
বসন্ত শিহরণে,
তব চোখে হেরি খুশীর ঝলক
পুলকিত হই মনে॥

যাহারে ছাড়িয়া এসেছি চলিয়া অনেক দূর,
তারি স্মৃতি যেন হৃদয়ের মাঝে, গানের সুর,
নীল নয়নের সেই তারি চাওয়া
সারাটি আকাশ আজি যেন ছাওয়া,
মলয়ের বায়ে সুরভির ছায়ে, নিঃশ্বাস তার,
চাঁদ যেন সেধে পদক হয়েছে, তারারা হার ॥

আবছায়া সেই মুরতির মায়া বিস্ময়
ভুলিতে চাহিলে পারি না ভুলিতে, সহজ নয়।
নিশিদিন বসি যেই রূপ রাশি
নয়ন সমুখে উঠেছিল ভাসি
উঠিয়াছে দুলে হৃদি কূলে কূলে খুশীতে বান
মধু-বিষে-মেশা তারি যেন নেশা ভরেছে প্রাণ ॥

অনেক ভাবিয়া এসেছি ছাড়িয়া মরমী বঁধু
রূপের উছাসে নয়ন ভরিয়া এনেছি মধু;
তারি রঙ দিয়ে এঁকে নিয়ে ছবি
পরাইবে মালা এরূপের কবি,
সেই ছিল আশা; হায় ভালবাসা পাতিল ফাঁদ,
তাই বুঝি হাসে, আকাশে বসিয়া বাঁকা ও চাঁদ।

হাসুক না সেই; কী তাহাতে ক্ষতি আজিকে বল
ভরা বেদনায় না হয় আসিল চোখেতে জল!
দূরে বসে তবু মনে করে লব
ছিল যেই দিন অতি অভিনব,
কত কাছাকাছি পেলে যেন বাঁচি, তবু না পাওয়া
তাইতো গভীরে হৃদয়ের পুরে স্মৃতিটি ছাওয়া ॥

যদি চায় মন, রেখ তারে মনে যতনে ঢাকি
ঘুমাইবে বুকে, স্মরণের সুখে আড়ালে থাকি,
যদি মন মনে না রাখিতে চায়
বিস্মৃতি তলে চাপা দিও তায়,
অনুরোধ নিও, তাহাই করিও, রেখ না কিছু
কি বা বল লাভ, শুধু পরিতাপ চাহিয়া পিছু ॥

সোনালী রোদের রঙ্ মেখে গেছে লেগে ;
নিশার স্বপন খানি স্মরণে জড়িত,
আলগোছে সেই রোদ মুখেতে পড়িত,
পরম আলস্য ভরে, হাতে তাই ঢেকে
পাশ ফিরে খুলে নিতে নভেলের পাতা ;—
সে ছবি হৃদয়ে মোর আজো আছে গাঁথা।

তখন বয়েস আর কতই বা হবে ?
আমারো বয়স ছিল তব কাছাকাছি ;
ভুলিনি সেদিনো মোরা খেলা কানামাছি
রঙের আভাস শুধু মনে ছোঁয় সবে।
সেদিন মানসীরূপে ছিলে রাজকন্যা
মনের পুঁথিতে ছিল রূপকথা বন্যা।

সে কথা এখন থাক ;—শোন শেষ করি,
কী যেন বলিতেছিনু,—সেদিনের কথা !
কি হবে বাড়িয়ে আর অতীতের ব্যথা,
কাঁটাতো ফিরিবে নাকো, দ্রুত ছোটে ঘড়ি
সে দু'জন হারায়েছে আজি কালস্রোতে,
কি হবে স্মরিয়া তারে এই দূর হ'তে !

তবুও লাগিছে ভাল !—শোন তবে বলি,
বিস্মৃত কাহিনী স্বাদ অম্ল ও মধুর,
যেন, সেই জড়ো করা প্রণয়ী বঁধুর
অতীতের লিপিগুলি ; গুঞ্জরিয়া অলি
যার মাঝে গেয়ে গেছে কত শত গান
সঞ্চয়ের ধন আজ, শুষ্ক, মৃত প্রাণ ॥

থাক্ তারা, খুলিব না আজিকার রাতে।
কেন যে ডেকেছ মোরে ভুলে গেছি তাই,
আঘাতিয়া বলেছিলে ভালবাসি নাই;
কী লাভ রাখিয়া বল হাত মোর হাতে!
ও হাতে দিয়েছ মালা তুমি যার গলে
তারেও ছলিতে চাও নূতন কৌশলে?

দূরে গেলে!—সেই ভালো; এসো নাকো কাছে।
কী হবে আসিয়া বল?—যেই মনে শুধু
বিচিত্র পিপাসা জাগে; তৃণ হীন ধূ-ধূ
অভিশপ্ত মরুভূমে তারা খালি বাঁচে।
ছায়া নিয়ে মাতে যারা নিঠুর খেলায়,
টেনো না তাদের দলে আমারে হেলায়।

তার চেয়ে ঢের ভাল, বিস্মৃতির পারে
বসে থাকা বুকে নিয়ে স্মৃতির পরশ;
বেদনায় সিক্ত সেই মনের হরষ,
ভিখারী হয়নি যেই তোমার দুয়ারে;
আকণ্ঠ করিয়া পান প্রেমের গরল
তবুও উপেক্ষা করে চাহনি তরল॥

হয়তো বা একদিন কারো মুখ ছবি
মনের কুয়াসা ভেদি' বাহিরেতে আসি
অন্তরের অন্তঃস্তলে তম তব নাশি
হৃদয় আকাশে তব প্রকাশিবে রবি।
তাহারি আলোকে তুমি হেরিবে বিস্ময়ে
পুষিয়াছ যাহা তুমি, ভালবাসা নহে॥

[১২]

রান্নাঘরে খুন্তি হাতে নিয়ে
ব্যস্ত ছিলে রন্ধনেতে রত ;
আগুন রাঙা শাড়ীখানি তব
অঙ্গ ঘিরে অগ্নি শিখার মত।
হাতের চুড়ি মধুর মিঠে সুরে,
শোনায় গান আমায় ঘুরে ঘুরে ;
চলে গেলাম তখন যেন দূরে,
নীল আকাশে কাটা ঘুড়ির মত,
রান্নাঘরে খুন্তি হাতে নিয়ে
ব্যস্ত ছিলে রন্ধনেতে রত॥

মেঘলা দিনের শুভ্র শরৎকাল
আকাশ ছিল নরম আলো' ঢাকা,
তুলোর মত পেঁজা খণ্ড মেঘ
মেল্‌তে ছিল বকের মত পাখা।
চড়াইগুলো কিচি-মিচির রবে
করছে খেলা করবীটির টবে ;
ভাবতে ছিলাম বৃষ্টি বুঝি হবে,—
হালকা পায়ে ত্রস্তে এলে কাছে
রেকাবীতে কয়টি ভাজা রাখা ;
মেঘলা দিনের শুভ্র শরৎকাল
আকাশ ছিল নরম আলোয় ঢাকা॥

চোখে তোমার ছিলই যেন ঘোর
গত নিশার মিষ্টি স্বপন খানি ;
পাতলা ঠোঁটে একটু ছিল লেগে
চুমার স্বাদ মধুর মত রাণী।

চূর্ণ অলক কর্ণ মূলের কাছে
গণ্ড যেথায় রাঙা আগুন আঁচে,
তিলটি যেন তাহার পাছে পাছে
শোনায় মোরে কোন্ অমরার বাণী—
শরতের সেই শুভ্র আকাশ থেকে
আসলে নেমে মর্ম-মানস রাণী॥

বল্লে, ধরো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে
অল্প গরম লাগবে তোমার ভালো,
চায়ের জল চাপিয়েছি সে কবে
ফুটলে বেশী রঙ হবে যে কালো।
তখন আমি মুখের পানে চেয়ে
দেখতে ছিলাম সারা কপাল বেয়ে
বিন্দু বিন্দু ঘাম ছিল যা ছেয়ে
অঙ্গ ঘিরে কিসের যেন আলো;
বল্লে ধরো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে;
অল্প গরম লাগবে তোমার ভালো॥

গত রাতের উছল গীতি সুরে
লেগেছে আজ যেন গভীর তান;
জোয়ার শেষে এ যেন সেই নদী
গাইছে পুনঃ ফিরে ভাঁটার গান।
মুগ্ধ ছিনু যাহার কলোচ্ছ্বাসে
পরিমিত তাহার মঞ্জুভাষে
অন্য কী সুর মর্মে যেন আসে
শিহর লেগে রোমাঞ্চিত প্রাণ;
গত রাতের উছল গীতি' সুরে
লেগেছে আজ যেন গভীর তান॥

মুঞ্জরিত হাসিখানি ভালো লাগে কত!
যেন ক্ষীণ-শশিলেখা দূর নীলাকাশে;
আঁখির তারারা যেন কত মৃদু ভাষে,
উচ্ছলিয়া বলে মোরে হৃদি ভাষা যত।
কাজল ও কালো চুলে ফুলের সুবাস
আকুল মদির করে পরাণ চঞ্চলি;
বঙ্কিম ও দেহলতা যেন ফুল-কলি,
তরঙ্গিত রূপ হেরি মেটে নাকো আশ!
তবু এরা পায় নাকো তার কাছে ঠাঁই
লজ্জারুণ গণ্ডে যবে দুই ফোঁটা জল
নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়ে; তুলনাটি নাই
অশ্রুধারে ধৌত সেই নয়ন কমল;
যারে হেরি রূপ-মুগ্ধ মৌন বেদনায়
উজাড়ি হৃদয় দেয় রাঙা দুটি পায়॥

মোর কল্পলোক হ'তে এলে তুমি নামি,
মূর্ত্তিমতী হে রূপসী গোধূলি বেলায়;
প্রাণের পুলক যবে গিয়েছে হেলায়,
কেমনে তা বাহুপাশে বেঁধে নেব আমি!
সঞ্চারিয়া মর্মে তাই কী গোপন ব্যথা
গুঞ্জরিয়া তোল তুমি অতীতের ভাষা;
শুষ্ক এই ভগ্ন-হৃদি করে না প্রত্যাশা
যৌবনের-লীলাভরা কল-মুখরতা।
বর্ষা অন্তে ভরা নদী, তারি কল গান,
পরম আলস্যে শোনে মৌন মুগ্ধ প্রাণ।
পরিতৃপ্তি আনে নাকো অলস স্বপন
ও চঞ্চল মনে তব; যৌবনের বেগে
তনুর তনিমা যার মেঘে যায় লেগে
বাঁধা ক্ষেতে করে কি সে স্বপন বপন?

[১৫]

নিশীথের অন্ধকারে চলে গেছ তুমি,
মনের আকাশে তবু তারি ছায়াপথ ;
নিমেষে মিলায়ে গেছে যেই স্বর্ণ রথ
চাকার স্মৃতিটি বয় আজো মনোভূমি।
তরঙ্গিত কালো কেশে যেই স্বপ্ন জাল
রচে ছিলে মনে এই গোধূলি বেলায় ;
স্মরণে হয়েছে ফিকে সে কপোল লাল,
তবুও তাদের দূরে রেখেছি হেলায় !
মর্ম মাঝে সুপ্ত রহি নিশ্বাসের সাথে
গোপন গভীর রাতে স্বপ্ন টেনে আনি
গুঞ্জরিয়া তোলে ভাষা স্মৃতির শ্রবণে।
দিবসের কর্মস্রোতে তাহাতে আমাতে
না হলেও পরিচয়, আছে ঠিক জানি
নিভৃত অন্তর লোকে মনের গহনে।

আবির বরণা ঘিরেছে দুকুল
চাঁপার বরণা তন্বী,
হরিণ-নয়না ফুটিত মুকুল
জ্বালি যৌবন বহ্নি ;
ধেয়ে চল তুমি চপল ছন্দে
আপনার মনে কী যে আনন্দে
সরল কুটিল কত যে রেখায়
জীবনের পথে চরণ লেখায়
হাসি-অশ্রুর মিলিত ভাষায়
মৌন-মুখর কাহিনী
হ'ল কি শান্ত সমর ক্লান্ত
তোমার বিজয় বাহিনী ?

নাম হীন কেহ কুড়াইয়া ফুল
ঘেরি' দিয়েছিল ঘন কালো চুল,
বাসনা ব্যাকুল হৃদয় আকুল
রঞ্জিত ফুল গন্ধে,
ক্ষণিকের স্মৃতি স্বপন মধুর
অজ্ঞাতে পাওয়া পরশ বঁধুর
হিয়া কি গো আজ করে না বিধুর
নন্দিত নব ছন্দে ?
উদাসী শরতে মেঘের ভেলায়
শারদ স্বচ্ছ ইন্দু ;
ফেলেছে হেলায় হৃদয়-বেলায়
আছাড়ি বাসনা-সিন্ধু ;

দুর্ব্বল ক্ষণে-ধরি হাত খানি
এঁকে দিয়ে গেছে চুম্বন রাণী
বিদায়ের ক্ষণ পূর্ব্বে ;
সে স্মৃতি কি মনে ঘুরবে ?
নব বসন্তে মদ-বিহ্বলা
খসে পড়ে ধীরে কাঞ্চি-মেখলা
প্রেম অনুরাগে মিলন উতলা
আজি সুমধুর সন্ধ্যায় !
অন্তরে তব বাজে নাকি বাণী
পড়ে নাকি চোখে ছায়া এক খানি ?
অশরীরী সেই প্রণয় রাগিনী
শুনি কোন্ দিকে মন ধায় ?

সত্ত্বার অন্তরালে যে পুলক জাগে
তাই বুঝি ঠোঁটে এসে লাগে
কাঁপায় অধীর
কামনায় উচ্ছ্বসিত বাসনা মদির
সর্বাঙ্গে আনিয়া দেয় ভাবের উচ্ছ্বাস
যেন জলোচ্ছ্বাস,
আছাড়িয়া ছুটে আসে বেলাভূমি তীরে
অসংখ্য গানের ভাষা চারু দেহ ঘিরে।
অশ্রুত সে স্বর
কল্পলোকে মন মোর ভরে ভরপুর।
লাবন্য প্রবাহ
দেহের সীমানা ত্যজি ভাসাইতে চাহ?
রূপহীণ সেই তীব্র গতি
বিচ্ছুরিত স্বর্ণকান্তি ওই দেহ জ্যোতি
আষাঢ় কাজল মেঘে দামিনী ঝলক
পলকে পলক।
মন মোর টেনে নেয় তড়িতের টানে
উন্মত্ত আকাঙ্খা ছোটে তারি পানে পানে।
হায় মিছে ধাওয়া
নিমেষে মিলায়ে যায় হয় নাকো পাওয়া।
জড় বস্তু দেহ,
লভিয়া সান্ত্বনা পাক আছে যার স্নেহ।
মমতা বিহীন,
কবির মানসী থাক স্বপ্নে হয়ে লীন॥

কার আবেগের উছলিয়া ওঠা জোয়ার ফেনায়
হাসি খানি তব ঠিকরিয়া ওঠে ঠোঁটের কোনায়,
তিল্‌টি মানায় ভালো,
বাঁকা ভুরু নীচে ঝলকিয়া ওঠে নীল নয়নের আলো।
সেই ক্ষণিকের ছবি,
মন্ত্র-মুগ্ধ, স্বপনবিভোর কাহারে করেছে কবি!
কে করে বিচার তার,
কুসুম-সূত্রে দু'য়ে মিলে গাঁথা সে যে প্রণয়ের হার!

দেহাতীত যেই রূপ,
অঙ্গের মাঝে সুপ্ত আছিল নিস্তেজ নিশ্চুপ,
কে তারে জাগালো প্রিয়া,
ভালো লাগা রঙে রঞ্জিত করি মনের মাধুরী দিয়া?
আনমনা কভু পড়িবে তোমার মনে
ওই হাসি খানি অমনি করিয়া ফোটাইল কোন জনে;
কার সাধনার ধন,
ওই তনু তটে লাবনির ঢেউ তুলিয়াছে শিহরণ!

ভুলেও ভেবো না তুমি,
আপনি দখিনা ফোটায়েছে ফুল ওই দেহে মৌশুমি।
বিনা যতনের চাষ
ফসল যোগাতে পারে কি কখনো কাহারেও বার মাস!
কবির স্বপন মাখি,
দুই নয়নের জোড়া খঞ্জন উঠিতেছে ডাকি ডাকি
মোহময় সেই সুরে,
বিমনা পথিক কবি ফেরে তাই আকাশ পৃথিবী ঘুরে

ভুলে যাবে তুমি জানি,
ক্ষণিকের প্রেম করে নাকো রেখাপাত,
মোহিনী মায়ায় এমনি চাঁদিনী রাত,
বিবশ করেছে মানি।
তবু মোর এই এতটুকু আজ পাওয়া
রুপোলী আলোয় বনতল এই ছাওয়া ,
চাঁদের বেদনাটুকু,
অমিয় সরস হলো,
ভুলিতে চাও তো ভোল।
হয়তো একদা কোনো দূর কালে স্মরণের সেই ধন
অলস বিবশ মন্থর দিনে দোলাবে তোমার মন॥

এসো সরে কাছে, কাছে এসো সরে আজ,
অদূরে ঘুমায় জোছনায় মমতাজ।
ঝাউয়ের পাতা মর্মর স্বরে বাজে
যেমনি বাজিত কাঁকনের ধ্বনি সাঁঝে।
ঈষৎ হেলান গ্রীবাটির পানে চেয়ে
শাজাহাঁ ভেবেছে, "কোথাকার এই মেয়ে !"
সট্‌কার টানে হয়েছে তাহার ভুল,—
স্বরগের সুধা—ধরণীর ফোটা ফুল॥

চমক ভাঙিল, চেয়ে দেখি তুমি নাই ;
খুঁজিনিকো আর,—কী হবে খুঁজিয়া বল ?
চেয়েছি তোমাকে ?—বলিতে পারি না তাই,
তবু কেন আঁখি বেদনাতে ছল ছল !
মনে হয় ক্ষণে অশান্ত বুকে বেঁধেছিল তার বাসা
রুপোলী-মায়ায় ফাঁদ পেতে বুঝি চপল সে ভালবাসা
বাঁধিতে পারে নি তারে,
তাই করে দিল পথিক আবার সীমাহীন প্রান্তরে॥

[২০]

মোর জীবনের অল্প ক্ষণের মাধবী বাতি
ভরিয়া তুলিও নৃত্যে ও গানে প্রাণের সাথী।
তারপরে যদি মিলায় আলোক
করিব না আমি কোন অনুযোগ,
দুঃখের দিনে স্মরণের সুখ বক্ষে ভরি'
মানুষের প্রেম প্রীতি নিয়ে যেন আমি গো মরি ॥

বড়ো অকরুণ ব্যথা-নিদারুণ তাদের ভাই
পেলো না যাহারা নিঃস্ব তাহারা, তৃষ্ণাটাই
বুকে বহে নিয়া গিয়েছে ছুটিয়া
পাথরের বুকে পড়েছে লুটিয়া
জড়ের ভিতরে স্বরের ধ্বনিটি শুনেছে কি না,
সন্দেহ সুরে গুঞ্জরে ঘুরে বুকের-বীণা ॥

বুঝিও না ভুল, মোর এই ফুল সুবাসে ছায়,
সুরভির টানে মন টেনে আনে মানুষে চায়,
সন্দেহ-দোলে দোলে যাব মন
যত কিছু তার স্খলন-পতন,
এই পশুত্ব—এই দেবত্ব, পরম-ধন
সেই অতলের গভীর তলের সাধিছে মন ॥

কিছু তার আলো, কিছু তার কালো, অবুঝা-বুঝি
মোর চেতনায় আঘাতিয়া যায়, তাইতো খুঁজি,
অরূপ-সাগর বুদ্ বুদ্ ফেনা
স্বরিতে মিলায় সবুর সহেনা
তবু বার বার ধাই অনিবার ভরিতে পুঁজি
ডুবুরীর মতো ডুব দিয়ে আমি তাইতো খুঁজি ॥

ভ্রান্ত পথিক ক্লান্ত দেহেতে যদি গো যাই
তবু মনে খেদ এতটুক্ মোর রবে না ভাই,
পাইয়াছি যেই প্রীতির পরশ
এ জীবন-মরু করেছে সরস
শ্যামল কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে ফুলের বাস
সুরভিত করি পড়ে যেন মোর শেষের শ্বাস ॥